স্ত্রী হত্যা মামলায় ঘাতক স্বামীকে গ্রেফতার করলো র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্প

যৌতুকের দাবিতে নিজ স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা মামলার প্রধান আসামি স্বামী রাসেল ইসলাম (২৫) কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। রাসেল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার রোয়াকুলি গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল বুধবার (২৩ অক্টোবর) দিবাগত রাতে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ক্রাইম প্রিভেনশন সেন্টার (সিপিসি-৩) মেহেরপুর ক্যাম্প ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১০) ফরিদপুর ক্যাম্প যৌথ অভিযান চালিয়ে ফরিদপুরের মুন্সিবাড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) বিকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২ এর মেহেরপুর সিপিস-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) আশরাফউল্লাহ।

তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর রেললাইনে মরদেহ ফেলে রাখার অভিযোগে রাসেল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিনি জানান, আলমডাঙ্গার বলিয়ারপুর এলাকার শীলা খাতুন (২০) ও বোয়াকুলী গ্রামের রাসেল ইসলামের প্রায় চার বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে যৌতুকের দাবিতে বিভিন্নভাবে স্বামীর পরিবার শীলাকে অত্যাচার করত।

গত ২১ অক্টোবর রাসেলের সঙ্গে শীলার কথা কাটাকাটি হয়। এর জেরে রাসেল তার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে রাতে মরদেহ মুন্সিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় রেললাইনের ওপর ফেলে পালিয়ে যান।

সকালে রেললাইনে রক্তাক্ত মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় লোকজন। পরে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ তখন জানায়, নিহতের শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, কুপিয়ে হত্যার পর মরদেহ রেললাইনে ফেলে রাখা হয়। এ ঘটনায় শীলার ভাই বাদী হয়ে পোড়াদহ রেলওয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার পর র্যাব অভিযানে নামে। তথ্যপ্রযুক্তি সাহায্যে রাসেলের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে ফরিদপুরের মুন্সিবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় র্যাব। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রাসেলকে।

র্যাব-১২ এর মেহেরপুর সিপিস-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) আশরাফউল্লাহ জানান, র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর ও র্যাব-১০, সিপিসি-৩, ফরিদপুরের যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে পোড়াদহ রেলওয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে অতিরিক্ত দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মোঃ আব্দুল মতিন এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। দন্ডিত মুনছুর আলী মহেশপুর উপজেলার কাজীর বেড় গ্রামের নেপাল মন্ডলের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০০৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর গরু ক্রয়ের জন্য মনছুর আলীর স্ত্রী মরিয়ম বেগম একটি এনজিও থেকে ঋনের টাকা উত্তোলন করে। সেই টাকা তার স্বামী চাইলে সে দিতে অস্বীকার করে। বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে মনছুর আলী ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রী কে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরদিন নিহতের ছেলে সোহাগ আলী মহেশপুর থানায় বাদী হয়ে পিতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করে। পুলিশ তদন্ত শেষে ওই বছরের ৯ নভেম্বর আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত মনছুর আলীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী পলাতক রয়েছে।